বনি আদম কি ইবলিসের রোবট?
না আল্লাহর সিজদাকারী বান্দাহ?

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান

unityofmuslimummah.wordpress.com

বনি আদম কি ইবলিসের রোবট? না আল্লাহর সিজদাকারী বান্দাহ ?

Scan By iEC

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
সরকারি বি.এল. কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা
সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি কলারোয়া কলেজ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

unityofmuslimummah.wordpress.com

প্রকাশক
লেখক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
২০১০ এপ্রিল
রবিউস সানি ১৪৩১ হিজরী

হরফ বিন্যাস
মুহা. আব্দুল আউয়াল

মূল্য
কুড়ি টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব প্রেস
কাঠেরপুল তনুগঞ্জ, ঢাকা
abutaher789@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ
কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও শুব্বানে আহলে হাদীস দফতর, ৪ নাজির বাজার লেন, মাজেদ সরদার রোড, ঢাকা - ১১০০
খুলনা সিটি আহলে হাদীস মসজিদ, খুলনা, আল-মাহাদ আস সালাফী, খুলনা।

unityofmuslimummah.wordpress.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রশংসা মাত্রই মহান আল্লাহর আর দরুদ ও সালাম বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের। মানুষের সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তি দিন দিন চর্চা ও চিন্তা ভাবনার ফলে শানিত হচ্ছে। তার নানা ফসলে জনগণ চমৎকৃত যে হচ্ছে না, তা কিন্তু নয়। সুফল এবং কল্যাণ লাভ যেমন করে চলেছে সুন্দর ব্যবহারের ফলে তেমনি অপব্যবহারের কারণে দূর্ভোগ দূর্যোগ ও দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা আনবিক শক্তি কমিশনে বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করে শান্তির উদ্দেশ্যে বলে তারা চর্চা শুরু করে। পরমাণু শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়। বিদ্যুৎ ও সৌর শক্তির ব্যবহার নানামুখী করতে থাকে। শাসকবৃন্দ শক্তি প্রয়োগ করা, ক্ষমতা বিস্তার ও আধিপত্য কায়েমের উদ্দেশ্যে পররাজ্য, ভিনদেশ কবজার লোভে সেই আনবিক শক্তির আড়ালে আনবিক বোমা তৈরী করে বিগত বিশ্বযুদ্ধের দামামায় জাপানের হিরোশিমায় ও নাগাসাকায় দুটি শহরে সেই বোমা নিক্ষেপ করে বনি আদম ও তার যাবতীয় অবকাঠামো সহায় সম্পদ নৃশংসভাবে বিধ্বস্ত করে দিল। এই আনবিক বোমা আতংকে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিও নিরাপত্তার স্বার্থে ঐ কুৎসিত ভয়াবহ বোমা তৈরীর পিছনে দরিদ্রের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে পরাশক্তি অর্জনে লেগে গেল।

শক্তির বিভাজন হল ধর্মীয় সংকীর্ণ চিন্তার আড়ালে। ইহুদী রাষ্ট্র ও ভারত ভাবল সারা দুনিয়ায় একদা ইসলামই ছিল বিজয়ী শক্তি তার মোকাবেলা করতে হবে নানাভাবে। ওরা যেন আর মাথা তুলতে না পারে। খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মূর্তিপূজক সবাই এ বিশ্বাসে একজোট ঐক্যবদ্ধ। আরব, অনারব মুসলিম দেশকে ধর্মীয় কারণে পরাজিত পরাভূত ও দাসত্বে অনুগত রাখবার মানসে ওরা কাজ শুরু করল। শিক্ষা, শিল্প, অর্থ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, রাষ্ট্রীয় চিন্তা, সমাজ সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান কৃষিময় জীবন চাহিদার সর্বক্ষেত্রে মুসলিম দেশ ও জাতিগুলিকে পিছনে রাখতে হবে তাদের মধ্যে অনৈক্য, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, অনাস্থা সন্দেহ বাতিক নামক রোগ ছড়িয়ে। অর্থ দিয়ে পদ ও সম্মান দিয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে কিনে নিতে হবে এবং ঐ গোপন ইসলাম বিরোধী কাজে সুকৌশলে ব্যবহার করতে হবে যখনই প্রয়োজন হবে। হিন্দুস্থানে জন্ম গ্রহণকারী এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দু'জন বিজ্ঞানী একজন ভূপালে জন্ম গ্রহণকারী ড. মুহা. আব্দুল কাদির খান যিনি হল্যান্ড থেকে বিজ্ঞান চর্চা করে ভূপাল থেকে পাকিস্তানে হিজরত করে পাকিস্তানী বিজ্ঞানবীর খেতাবে ভূষিত হন। অমুসলিম শক্তি নানাভাবে বিশ্ব রাজনীতির কুৎসিত নোংরা জালে জড়িয়ে পাকিস্তান এবং তাকে পরাভূত করার যাবতীয় অপচেষ্টা করে। তিনিই পাকিস্তানের পরাশক্তির জনক। অথচ তাকে কি না নাজেহাল করা হ'ল নানা অপবাদ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বপ্রচার মাধ্যমে। আর

unityofmuslimummah.wordpress.com

ভারতের সেরা বিজ্ঞানীকে কিনে তাকে রাষ্ট্র প্রধান করা হল- মুসলিম আবুল কালামকে। আব্দুল কাদির ও আবুল কালাম দুজনই মুসলিম অথচ তাদের সেরা সৃজনশীল অভাবিত প্রতিভার ফসল মুসলিমরা নিরাপদে নির্বিঘ্নে ঘরে তুলতে পারলনা। ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চলছে চলবে। কেননা মুসলিমরা ইসলামকে ছেড়ে দিয়েছে তাই তাদের ক্ষেতের ফসল অন্যেরা তাদের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

রোবট কী? বিজ্ঞানীদের তৈরী একটা জিনিস। তার অবয়ব মানুষের ন্যায় হাত, পা, চোখ, কান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হতে পারে বা অন্য যে কোন অবয়বে হতে পারে। এটার মধ্যে কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংযোজন করে রাখা হয়। সেটা যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে ব্যবহার করা যায়। ওরা হাত পা নাড়াচাড়া করবে, চোখ দিয়ে দেখবে, কান পেতে শুনবে, হাটবে যেন ওদের জীবন আছে। এগুলি সবই যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় জীবনহীন একটা পুতুলের দ্বারা-অদৃশ্য অদূরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে স্থাপিত রিমোট কন্ট্রোলে। মনে হবে ওরা অবিকল মানুষ। হাসছে, কাদছে, দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। অথচ ওরা যন্ত্র বৈ আর কিছুই নয়। এই রোবট মানুষের সৃষ্টি কিন্তু মানুষ নয়। অসম্ভব কিছু করানো যায় ওদের দিয়ে তবুও ওরা নিজেরা কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। এই রোবটের যুগে আমরা বসবাস করছি। গোটা মুসলিম জাহানকে যেন রোবট হিসাবে শক্তিমানেরা ব্যবহার করছে। তারা কিন্তু মুসলিম নয়। এ মুসলিমদের বহু দিক আছে যা প্রকৃত ইসলামী চিন্তাবিদেরা ভাবছে, তুলে ধরছে অথবা প্রকৃতটা তুলতে সাহসও পাচ্ছে না। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মুসলিমের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, অভিভাবক এবং সমৃদ্ধিদাতা ও মৃত্যুদাতা কে- তাও অবিমিশ্র ও নিখুঁত, নির্ভেজাল, নিখাঁদভাবে কয়জন মুসলিম ভাবেন? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে সকল ক্ষমতার উৎস। মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি ও ধ্বংস করে দিবার নিরংকুশ ক্ষমতা রাখেন-এ দৃঢ় বিশ্বাস ক'জনের?

তিনি তার সৃষ্টি সেরা বনি আদমের নিকট হতে কী চান? আত্মসমর্পণ, নিঃশর্ত আনুগত্য, নিঃসন্দেহ আত্ম নিবেদন আর তার উন্নত ললাট দুনিয়ার কোন শক্তি, ব্যক্তি, বৃক্ষ, প্রস্তর, জীবন্ত বা মৃত মানুষ তিনি যতবড়ই বুজুর্গ হোন না কেন, যতই দন্ডমুন্ডের কর্তা হোন না কেন, তার নিকট অবনত হবে না- ভূমিতে স্পর্শ করবেনা একমাত্র ঐ সার্বভৌম শক্তির একচ্ছত্র অধিপতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের, জীবন ও জীবিকার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ছাড়া। এই আত্মসমর্পণের সেরা চিহ্ন হলো সিজদাহ- চাওয়া পাওয়া কামনা বাসনা জানাবার এবং নিজকে নিজের আমিত্ব ও বড়াইকে বিলীন করে দিবার সর্বোত্তম পন্থা। আর এটাই সৃষ্টির নিকট স্রষ্টার একান্ত কামনা।

আমি একজন সেরা বিজ্ঞানী। জগতের অনেক কল্যাণকর সৃষ্টি আমার প্রতিভা বিকাশে বিকশিত। আমার শির কী এজন্য স্রষ্টার কৃতজ্ঞতায় নত? আভূমি অবনত, মৃত্তিকায় উন্নত গর্বিত ললাট স্পর্শ করে বলেছি- হে স্রষ্টা সব প্রশংসা তোমার। তুমি না শিখালে, শক্তি, সামর্থ ও মনীষা না দিলে, তাওফীক না দিলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। এমন আনুগত্য ও বিনীত কৃতজ্ঞতায় সিজদায়ে শোকর করেছি?

স্রষ্টার সৃষ্টি সেরা যে নিরক্ষর মানুষটি নবী ও রাসূল কুলভূষণ হয়ে পৃথিবী গ্রহ ত্যাগ করে সৌরজগতের সকল গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ, ব্ল্যাক হোল, অজানা অগণন রহস্যাবৃত্ত মহাকাশের দরজা পেরিয়ে এক এক করে সাত সাতটি আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহা তারপর মহান রব্বুল আলামীনের আসন আরশ কুরসীর নিকটবর্তী হয়ে মাবুদের সাথে কথা বলে অনেক অলৌকিক নিদর্শন দর্শন করে বনি আদমের জন্য তার নিকট হতে শ্রেষ্ঠ তুহফা নিত্য পাঁচবার সালাত নিয়ে মাটির জগতে ফিরে এলেন- কৈ কোন মহাবিজ্ঞানীও তো তার ধারের কাছেও যেতে সক্ষম হন নি। অসম্ভব অকল্পনীয় অলৌকিক ও অচিন্তনীয় যে মহৎ কর্মটি বিশ্বনবী (সাঃ) এর দ্বারা মহান মাবুদ করালেন সেই বিজ্ঞানীদের সেরা বিজ্ঞানী কি জীবনে কোন সময় সালাত সুজুদ ত্যাগ করেছেন? তিনি কি জগতে কল্যাণ ভিন্ন কোন অকল্যাণ করেছেন? তিনি কি গভীর রজনীতে সিজদায় পড়ে অঝরে কাঁদেন নি? কেন কেঁদেছেন? তার তো অগ্রপশ্চাত সকল গুনাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এহেন এক মুহূর্তে মা আয়েশা (রাঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বনবী, সেরা বিজ্ঞানী, বিশ্ববাসীর রহমাতুল্লিল আলামীন বলছেন- আমি কি মাবুদের দাস হিসাবে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবনা? কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত! বেনযীর উদাহরণ! অনন্য সাধারণ অভূতপূর্ব ঘটনা! তিনিই তো বিশ্ববাসীর জন্য যেমন রহমাত[১] তেমনি সর্বোত্তম আদর্শ।[২] ইসলামকে রোবট না বানিয়ে মুসলিমকে রোবট না হয়ে স্বকীয় সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য মন্ডিত সৃষ্টি সেরা রূপে সেই মাবুদকে বিনীত সিজদা করে কর্মময় জীবনের আদর্শ অনুসরণের সবক নিতে চাই ওহীর উৎস ধারায় স্নাত হয়ে।

১.সিজদা করতে হবে কেন? উত্তরঃ- স্রষ্টার হুকুম। প্রমাণ কী? দেখুনঃ-

আলকুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ – وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

---

[১] আম্বিয়া- ২১ ঃ ১০৭।

[২] আহযাব- ৩৩ ঃ ২১।

সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদা কারীদের অন্তর্ভূক্ত হও; তোমার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত কর।[৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ–

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত কর ও সৎকর্ম কর যাতে সফলকাম হতে পার।[৪]

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا **অতএব আল্লাহকে সিজদা কর এবং তার ইবাদাত কর।[৫]**

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ **সাবধান! তুমি উহার (পাপিষ্ট মিথ্যাচারীর) অনুসরণ কর না এবং সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।[৬]**

তাহলে উক্ত চারটি সূরার আয়াতগুলিতে যিনি মুমিন আল্লাহ তাঁকেই কেবলমাত্র সিজদা করার আদেশ করছেন এবং সাথে সাথে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলছেন। মুসলিমের যাবতীয় কাজ যেহেতু স্রষ্টার বিধানমুতাবিক সেহেতু সব কাজই ইবাদাত রূপে গণ্য। সৎকর্ম করতে বলছেন যেহেতু সৎকর্মেই সফলতা দুনিয়া ও আখিরাতে। এই কাজগুলি এবং সালাতে সিজদা, শোকরানা সিজদা, তেলাওয়াতে সিজদা প্রভৃতি সিজদা করতে হবে আমৃত্যু পর্যন্ত। এই সীমারেখা আল্লাহ নিজেই বেঁধে দিয়েছেন। অতএব এ হুকুম ঐচ্ছিক, মাঝে মধ্যে, বিরতি দিয়ে, কালে ভদ্রে, বিশেষ বিশেষ পর্ব ও অনুষ্ঠান বা উৎসবে সীমাবদ্ধ রাখা অবৈধ এবং আল্লাহর নাফরমানী বা অবাধ্যতা। মূলত বনি আদম বা সমস্ত মানুষকেই আল্লাহ সিজদা করতে বলেছেন। মানুষ তো সিজদা করবে এবং করাটাই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। অন্য কেউ বা কোন বস্তু প্রাণী জড় অজড় কি আল্লাহকে সিজদা করে? না শুধুমাত্র মানুষ? এ প্রশ্নের উত্তরটাও আমরা আসমানী বাণী কালামুল্লাহ থেকে গ্রহণ করি।

২. মানুষ ব্যতীত আর যারা আল্লাহকে সিজদা করে ঃ–

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلَآئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ–

আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে যত জীব জন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশতাগণও, তারা অহংকার করে না।[৭]

---

[৩] হিজর ১৫ ঃ ৯৮-৯৯।

[৪] হাজ্জ ২২ ঃ ৭৭।

[৫] নাজম ৫৩ ঃ ৬২।

[৬] আলাক ৯৬ ঃ ১৯।

[৭] নাহল ১৬ ঃ ৪৯।

unityofmuslimummah.wordpress.com

তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে।[৮]

তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তারই সিজদায় রত রয়েছে।[৯]

উল্লেখিত আয়াতে মহান স্রষ্টা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন হে সৃষ্টিসেরা বনি আদম! তোমরা পড়ে দেখ আমার অভ্রান্ত বাণী। আমি তোমাদের পরিষ্কার ভাষায় কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা না রেখে তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম তোমরাই কি কেবল আমাকে সিজদা কর? না কেবল তোমাদেরকেই আমাকে সিজদার হুকুম দিয়েছি? দেখ এ পৃথিবীতে বৃক্ষলতা, তৃণলতা সে ক্ষুদ্র বৃহৎ দৃশ্যমান অদৃশ্য কিছু যেখানে যে অবস্থায় আছে তারাও আমাকে সিজদা করে। পৃথিবীতে যে জীবজন্তু প্রাণী আছে যত শ্রেণীর আর যত প্রকারের- সে আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে হোক বাংলার সুন্দরবনে হোক, অষ্ট্রেলিয়ার তৃণভূমিতে বিচরণ করুক বা মেরু অঞ্চলের বরফাচ্ছাদিত তুন্দ্রাঞ্চলে হোক, আমাজান নদীর কূলে অথবা ভলগা নদের তটভূমিতে হোক, মর্মর সাগর কৃষ্ণ সাগর পেরিয়ে কোহেকাফ বা ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলে হোক, চীনের হোয়াংহোর তীর ভূমিতে হোক, দজলা ফোরাতে হোক বা আমু দরিয়া শির দরিয়ার পাড়ে হোক, গভীর প্রশান্ত মহাসাগর, সুবিস্তৃত আটল্যান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগরের তলদেশে হোক, বিশাল তিমি, ডলফিন বা ক্ষুদ্র ছোট মাছ অথবা উড়ন্ত পাখি বা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা পশুরাজ সিংহ, ভাল্লুক, হস্তী, গন্ডার থেকে ক্ষুদে পিপিলীকা বা মশা মাছি, মৌমাছি বা কীটপতঙ্গ সকলেই মহান সৃষ্টিকর্তাকে সিজদা করে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

তারা যে পৃথিবী নামক গ্রহের আনাচে কানাচে, সদূরে অথবা অদূরে থেকে কেউ নিশ্চুপ স্থির দাড়িয়ে জীবনভর, কেউ চলমান, কেউ দীর্ঘ হায়াত, কেউ দু এক ঘন্টা, বা দিনের কিছু অংশ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকলেও স্রষ্টার হুকুম অমান্য করেনা সিজদা না করে। তাদের সালাত সিজদার পদ্ধতি তাদেরকে যেভাবে স্রষ্টা শিখিয়েছেন ঠিক সেভাবেই তারা করে জীবনভর। তার পর মারা যায়। এই সালাত সিজদার দৃশ্য কি আমরা দেখতে পাই? না উপলব্ধি করি গভীর চিন্তায়? তারা সত্যি কেমনভাবে সিজদা সালাত করে?

ঐ শুনুন মহান স্রষ্টা এভাবেই সৃষ্টিসেরা আদম সন্তানকে জানাচ্ছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ–

[৮] হাজ্জ ২২ ঃ ১৮।

[৯] রাহমান ৫৫ ঃ ৬।

তুমি কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংকুল (পাখিরা) আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার ইবাদাতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।[১০]

তাহলে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ তৃণলতা, প্রাণী, পাহাড় পর্বত অর্থাৎ যা কিছু জমিনের উপরে বা তলদেশে আমাদের গোচরে অথবা অগোচরে অবস্থান করছে সবাই মহান স্রষ্টার পবিত্রতা মহিমা প্রশংসা কৃতজ্ঞতা স্তুতি গুণগান বিনীতভাবে করছে স্ব স্ব পদ্ধতিতে শব্দ ও স্বরে যা মাবুদ তাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন যদি বলা হয় এ সব জীবজন্তু প্রাণী বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ পাহাড় পর্বতের সংখ্যা কত? এ তো এক বিশাল চিন্তার বিষয়। জীব বিজ্ঞানী, প্রাণী বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, ভূ-তাত্ত্বিক, সমুদ্র বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ প্রকৃতি বিশারদগণ কি হিসাব করে অর্থাৎ আদম শুমারীর ন্যায় শুমারী বা গণনা করে বলতে পারবেন এর সংখ্যা কত? ছোট একটা পুঁটি মাছ অথবা একটা ইলিশ মাছ এর পেটে যে ডিমগুলি থাকে তার সংখ্যা কত? ঐ ডিম ফুটে যে রেণু বা ক্ষুদে বাচ্চা বের হয় তার সংখ্যা যে কত তা কি ক্যালকুলেটরেও হিসাব করা যাবে? সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

শুধু মানুষ নয় ফিরিশতাকুলও সিজদা করে তাসবীহ পাঠ করে স্রষ্টার তাহমীদ তাহলীল করেন। তাদের সংখ্যা কত তা তো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। পৃথিবীতে আজ মানুষের বসতি সাড়ে ছয়শত কোটি বলা হয়। প্রতিটি মানুষের নিকট সর্বদা দু'জন করে ফিরিশতা থাকেন যারা মানুষের কাজকর্ম লেখেন,[১১] অগ্র পশ্চাৎ দু'জন থাকেন সংরক্ষক হিসাবে। মনকির নকীর থাকেন মৃত্যুর পর কবরে[১২] আর প্রতিদিনের আমলনামা নিয়ে যান একশ্রেণীর দায়িত্বশীল ফিরিশতা। এমনিভাবে দুনিয়াতে নানা কাজে ফিরিশতাগণ থাকেন অসংখ্য। আর আসমানে অজস্র অগণিত কোটি কোটি ফিরিশতা থাকেন। বাইতুল মামুরে[১৩] প্রত্যহ যে কত ফিরিশতা সেখানে সিজদা করছেন তার ইয়াত্তা নাই। এত ফিরিশতা যে, একবার যিনি সেখানে যান জীবনে আর একটিবারও যাবার মওকা পান না। তাহলে চিন্তা করুন। সেই ফিরিশতাকুলও

---

[১০] সূরা নূর ২৪ ঃ ৪১।

[১১] ইনফিতার ৮২ ঃ ১১।

[১২] মেশকাত– নূর মোহাম্মদ আযমী অনূদিত ৪র্থ জিলদ প্রকাশ ১১৭৭ পৃঃ ১০১ হাঃ ১৬২৪ (২৩)।

[১৩] বুখারী শরীফঃ ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩৬৯ হাঃ নং ৩৫৯৬ ই.ফা.প্র. ১৯৯১ সাল।

আল্লাহর অনুগত ও সৎকর্মশীল মানুষের নাজাতের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করে।[১৪] এরা সবাই সিজদাকারী।

৩. শুধু তৃণলতা বৃক্ষরাজি নয় তাদের ছায়াগুলিও প্রভুর সিজদা করে ঃ

মহান স্রষ্টার কি অপার মহিমা, অপূর্ব শক্তি, সার্বভৌম ক্ষমতার কি চমৎকার বহিঃপ্রকাশ একটি প্রকান্ড বৃক্ষ। তার শত শাখা প্রসারিত। অজস্র পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত। তার ছায়ায় ক্লান্ত পথিক, শ্রমিক, জনমানুষ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে আরাম বোধ করে। কত পাখি বাসা বাধে, তার ফল খেয়ে, কচি পাতা খেয়ে জীবন ধারন করে। ঘড়বাড়ী বানিয়ে শিশু পাখিকে উড়ন্ত করে। এই যে বৃক্ষ এর ছায়াও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় সিজদা করে।

কুরআনুল হাকীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ-

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ-

আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।[১৫]

أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ

ওরা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্টবস্তুর প্রতি, যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়?[১৬]

আল্লাহর প্রতি সিজদায় যায় যা কিছু আসমানে আছে। আসমানের নীচে ও উপরে কি কি আছে বা কারা আছে সব কিছু বিশদভাবে নভোবিজ্ঞানীরা আজও আবিষ্কার করতে পারে নি। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ উপগ্রহ, নিহারীকাপুঞ্জ জানা অজানা অসংখ্য বস্তু। দিবারাতে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অবাক বিস্ময়ে বলতেই হয় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সকল প্রশংসা তোমারই, তুমি বিজ্ঞানের কত বিস্ময়কর জ্ঞান ঝুলন্ত রেখেছ প্রথম আসমানের নীচে! প্রদীপমালার ন্যায় সুসজ্জিত করেছ প্রথম আসমানের নীচে কত অজানা রহস্য যা কিরণমালার সৌর শক্তির ন্যায় তেজস্ক্রিয়।[১৭] যেখানে এখনও মনুষ্যজ্ঞান সেরা বিজ্ঞানী হয়েও উপনীত হতে পারে নি। অবিরাম চেষ্টা করেও দর্শন ব্যহত ক্লান্ত হয়ে ফিরছে[১৮] আর ভাবছে

---

[১৪] ফুসসেলাত ৪১ ঃ ৩০, শূরা ৪২ ঃ ৫, নাহল ১৬ ঃ ২।

[১৫] রায়াদ ১৩ ঃ ১৫।

[১৬] নাহল ১৬ ঃ ৪৮।

[১৭] মূলক ৬৭ ঃ ৫।

[১৮] মূলক ৬৭ ঃ ৪।

আকাশের অবস্থান আর নক্ষত্রমন্ডলীর সংখ্যা ও অবস্থান কত দূরে! সংখ্যায় কত! কত নিখুঁতভাবে সৃষ্ট?

মানুষের মধ্যে অনেকে সিজদা করলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে হয়ত অলসতায় নয় পারিপার্শিক কারণে লোকলজ্জার জন্য। কিন্তু মানুষ ভিন্ন সবাই স্বেচ্ছায় সিজদাবনত হয়।

সৃষ্ট বস্তুর ছায়াগুলি প্রভাতে আর সন্ধ্যায় আল্লাহকে সিজদা করে- দক্ষিণে বামে সিজদা করে এ যেন বিস্ময়ের ও কৌতুহলের একরাশ জিজ্ঞাসা। কেমন ভাবে? উত্তর অবশ্য ইতিপূর্বে সূরা নূর ২৪:৪১ আয়াতে পাওয়া গেছে। কি বৈচিত্রময় সৃষ্টিকৌশল মহান মাবুদের! এর মধ্যেও সৃষ্টি সেরা যেই মানুষ ইজ্জত সম্মান চিন্তা ভাবনা ও স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে সদা প্রস্তুত[১৯] সেই মানুষই তো স্রষ্টার প্রিয়ভাজন। এ গ্রহে যখন পূর্ব গগনে সূর্য উদিত হয় তখন বস্তুর ছায়া যায় পশ্চিমে আর দিবাশেষে যখন অস্তমিত হয় তখন ছায়া যায় পূর্বে তবে শীত গ্রীষ্মে উত্তর দক্ষিণ গোলার্ধে ছায়াগুলি ডাইনে ও বামে ঢলে পড়ে সকাল সন্ধ্যায়। এ নিদর্শনের মধ্যে যে তারা স্রষ্টার কাজটি বিনীতভাবে সেরে নেয় এ দর্শন কত অবাক লাগার বিষয়। এ জন্যই তো মানুষকে চিন্তা করতে বলা হয়েছে হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলে। সৃষ্টি বৈচিত্রের নৈপুন্য দেখবার জন্য। তার কোন সৃষ্টিই বৃথা নয়।[২০]

৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা নিষেধঃ

আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুষ সে যতই মর্যাদার হোক না কেন তাকে সিজদা করা যাবেনা। দুনিয়ার কোন বস্তুকেও সিজদা করা যাবেনা তা যত শক্তিশালী, কল্যাণকর, আশ্চর্যজনক বা উপকারী হোক না কেন। অর্থাৎ কোন মাখলুখকে সিজদা করা চলবেনা। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ-

"তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও নয়। সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এইগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তার ইবাদাত কর।"[২১]

হযরত সুলাইমান (আঃ) কে আল্লাহ পশুপাখির ভাষা বুঝবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন।[২২] বায়ূকে তার অধীন করেছিলেন আর জিন্নদেরকে তার অধীনস্ত

[১৯] ইসরা ঃ ১৭ ঃ ৭০।
[২০] আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯১।
[২১] হা-মীম আস সাজদা ৪১ ঃ ৩৭।
[২২] নামল ২৭ ঃ ১৬।

unityofmuslimummah.wordpress.com

করেন।[২৩] বিশাল এক সম্রাজ্যের অধিপতি করেন তাকে। হুদ হুদ নামক একটি পাখি একদা সুলাইমান (আঃ) কে সংবাদ দিল- সাবা রাজ্যের রাণী বিলকিস ও তার সম্প্রদায়ের আশ্চর্যজনক ঘটনা। য়ামান, হাদারামাওত ও আসীর ইলাকা নিয়ে আব্দুশ শামস সাবা সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সাবা বংশীয় রাণী ছিলেন বিলকিস। আল কুরআন সেই বিলকিসের ইবাদাত সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করছেঃ-

"আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে দেয়া হয়েছে সবকিছু এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান ওদের কার্যাবলী ওদের নিকট শোভন করেছে এবং ওদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে ফলে ওরা সৎপথ পায় না। নিবৃত্ত করেছে এ জন্য যে ওরা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে।"[২৪] চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তাই আল্লাহ ছাড়া ঐ সব সৃষ্ট বস্তুকে আদৌ সিজদা করা চলবেনা। জন্মস্থানকে মাতৃভূমি বলা হয়। তার প্রতি ভালবাসা ও টান সবার টনটনে। তবুও সেই মাতৃভূমিকেও মা বলে মাথা ঠেকানো চলবেনা। এর অর্থ হল- মাতৃভূমি মা যেমন নয় তেমনি মাকেও সিজদা করা চলবেনা এবং ভূমিকেও সিজদা করা চলবেনা। মহানবী (সাঃ) বলেন, যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কাউকে সিজদা করার অধিকার থাকত তবে স্ত্রী তার স্বামীকে সিজদার অধিকার পেত।[২৫] পিতা অপেক্ষা মাতার হক তিনগুন বেশী সন্তানের জন্য তবুও মাতা বা পিতাকে সিজদার হুকুম নেই শরীয়াতে। যারা কদমবুচি বা জমিনবুচি করে এগুলি সবই শিরক। অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী। মুঘল আমলে বাদশাহকে এ রূপ সিজদা বা কুর্নিশ বা শির নত করার রেওয়াজ চালু হলে মুজাদ্দীদে আলফেসানী শাইখ আহমদ সরহিন্দী এটা অস্বীকার করে এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করেন।[২৬] মুসলিম সমাজে এখনও হিন্দুদের ন্যায় এমন নত শিরে কদমবুচি চলছে কোথাও কোথাও কোন কোন পর্ব ও পর্যায়ে। যারা হিন্দু বা পৌত্তলিকদের অনুকরণপ্রিয় অথচ মুসলিম রূপে পরিচিত তারা মনসাপুজা, নবান্ন, নববর্ষ বৃক্ষপূজায় অভ্যস্ত এখনও। পীর পন্থীরা তো কেউ কেউ সিজদাকে জায়েজ করেছে তাজিমে সিজদা রূপে। তাই মুর্শিদ, পীর, জিন্দা মুর্দা সবাইকে সিজদার রুসুম বহাল রেখেছে মুরিদদের জন্য। পদচুম্বন এবং কবরে সিজদা করতে আমি নিজে দেখেছি মহান সেনাপতি ও মুবাল্লিগে দীন শাহজালাল

---

[২৩] নামল ২৭ ঃ ১৭।

[২৪] নামল ২৭ ঃ ২৩-২৫।

[২৫] আবু দাউদ শরীফঃ ৩য় খন্ড হাঃ নং ২১৩৭ ই. ফা. প্র. ১৯৯২।

[২৬] মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ- মোল্লা আব্দুল কাদির বাদাউনী।

(রহঃ)[২৭] এর মাযারে আর বাইজিদ বোস্তামী (রহঃ)[২৮] এর কল্পিত মাযারে যথাক্রমে সিলেট ও চট্টগ্রামে। সেনাপতি, রণ বিজয়ী বীর, প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক, জন হিতৈষী ও জন দরদী শাসক খান জাহান আলী (রহঃ)[২৯] এর মাযার বাগেরহাটেও অনুরূপ সিজদার দৃশ্য দর্শককে বিচলিত করে। হায়রে মুসলিম নামাধারী তোমরা কুরআনী হুকুম ও নবীর হুকুমকে অমান্য করে মুশরিকের কাজ করেও মুসলিম থাকতে চাও? আল কুরআনের বাণীতে শোনা গেল আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সিজদা করা যাবেনা। মহানবী (সাঃ) বলেনঃ- হে আলী! আমি কি তোমাকে দুটা কাজে পাঠাবোনা- যে ঘরে মূর্তি আছে তা অপসারণ করবে আর যে কবর মাথা উচু করে আছে তা ভেঙ্গে দেবে।[৩০]

দুনিয়ার সেরা মানব রাসূল শ্রেষ্ঠ ও নবী সম্রাট মুহাম্মদ (সাঃ) এর রওজা মুবারকে সিজদা হয় না, নবীদের পর সেরা মানব সন্তান সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ইমামকুল, হাদীস বিশারদ (রহঃ) যাদের অবদানে ইসলামকে জিন্দারূপে আমরা পেলাম তাদের কারো মাযারে সিজদা হয় না। জান্নাতুল বাকী ও জান্নাতুল মুয়াল্লা- যথাক্রমে মদীনা শরীফ ও মক্কা শরীফের কবরস্থান এমন সমতল যে দেখলেও চিনা যাবেনা কোথায় শুয়ে আছেন হযরত উসমান (রাঃ), মা ফাতিমা (রাঃ) ও তার মাতা মা খাদিজা (রাঃ), উম্মাহাতুল মুমিনীন ও আল্লাহর প্রিয় মুহিব্বে নবী (সাঃ) এর সোনার মানুষগুলি। আজ মুসলিমরা যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যদেরকে সিজদা করে তারা মুশরিক।[৩১]

ইরান তুরান আফগান আর এ উপমহাদেশে এ জঘন্য কাজটি জেনে শুনে ভক্তির আবেগে করছে তবুও কেন যে আ'লিম সাহেবরা এটার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সোচ্চার হয় না! অথচ আল্লাহ তো এসব হারাম কাজে ওলামায়ে কিরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদ পন্ডিতদেরকে নিষেধ করতে বলেছেন যাতে অজ্ঞ জনগণ এটা না করে।[৩২]

মুসলিম অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস মানবেনা। বড় বড় নেতার শানদার মাযার তৈরীতে জনগণের লক্ষ কোটি টাকা খরচে সৌধ সমাধি রচনায়

---

[২৭] শায়খ শাহ জালাল (রহ) ৫৯৫ হিঃ-৭৪৫ হিঃ।

[২৮] শায়খ বাইজিদ বোস্তামী (রহ) যার কবর ইরানের বিস্তাম শহরে বিদ্যমান। তিনি ২৬০ হিঃ তে ইনতিকাল করেন।

[২৯] খান জাহান আলী (রহ) মৃঃ ৮৬৩ হিঃ।

[৩০] হাদীস মুসলিম শরীফের বরাতে মেশকাত ৪র্থ জিলদ নূর মুহাম্মদ আজমী অনূদিত পৃঃ ৯২ হাঃ নং ১৬০৫ (৪) ১৯৭৭ সালে মুদ্রিত।

[৩১] সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১০৬।

[৩২] সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৬৩।

প্রতিযোগিতা করছে। ফুল দিচ্ছে। এ কোন আদর্শ? এরা সবাই সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রীর স্মৃতি কবর তাজমহলের অনুকরণপ্রিয় তারই আদর্শ অনুসারী। পৌত্তলিকদের একটা সুবিধা আছে যে তারা নেতা বা পুরোহিতদের মৃত লাশ আগুনে পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে ফেলে বিধায় এখানে সেখানে সিজদার বা কবরাঙ্গনে প্রনিপাতের সুযোগ নেই। কিন্তু মুসলিমদের কবর দিতে হয় বিধায় হতভাগ্যরা এ কুকর্মটা করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এদের হিদায়াত করুন- এ মিনতি মাবুদের নিকট।

৫. বিশ্ব নবীর (সাঃ) নিকট জিবরীল আমীন (আঃ) সিজদার হুকুম শুনালেন- মুসলিমরা সিজদা করল কিন্তু কাফেররা করেনিঃ

ঐ আরশে সমাসীন মহান স্রষ্টা ওহী প্রেরণ করেন বার্তাবাহক ফিরিশতা জিবরীল আমীন (আঃ) এর মারফত বিশ্ব নবীর (সাঃ) এর নিকট। মক্কায় ওহীর সূচনা হয়।[৩৩] সুদীর্ঘ ১৩ বছর পর্যন্ত ঐ আসমানী সওগাত কালামুল্লাহ জমিনের মানুষের মঙ্গলের জন্য আসতে থাকে। এ যে কত বড় নিয়ামত, খুশীর সংবাদ মর্ত্যের মানুষের জন্য তা কে বুঝবে!

কুরআনুল মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ **যখন ওদেরকে বলা হয় সিজদাবনত হও 'রহমানের' প্রতি, তখন ওরা বলে 'রহমান' আবার কে? তুমি কাউকে সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব? এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।**[৩৪]

মহানবী (সাঃ) যখন মক্কার কাফিরদেরকে বললেন আল্লাহই রহমান অর্থাৎ তিনি দয়ালু। একথা মুশরিক পৌত্তলিকরা মেনে নিলনা। কারণ তাদের পূজনীয় দেবদেবীই দয়ালু বা কৃপাকারী এটাই তাদের বিশ্বাস। আল্লাহ যে কৃপা দয়া করার খোদ মালিক এ বিশ্বাস তাদের ছিলনা মগজে। তাই তো ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম একথা লিখলে তারা আপত্তি করে। আরশে সমাসীন আল্লাহর অন্যতম প্রধান সিফাত বা গুণ রহমান।[৩৫]

মহানবীর হুকুম অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ তারা অমান্য করেছিল এবং এই অমান্য ও অবাধ্যতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় যার ফলে মক্কী জীবন মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের জন্য জুলুম নির্যাতন নিপীড়নের যে ভয়ংকর পরিস্থিতি তারা তৈরী করেছিল- তা ঈমানদারগণ ও দয়ার নবী (সাঃ) অম্লান বদনে সহ্য করেন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে।

---

[৩৩] আলাক ৯৬ ঃ ১-৫ আয়াত মক্কার অদূরে হিরা পর্বতের গুহায় ২৭ শে রামাযানুল মুবারকের লাইলাতুল কদরে।

[৩৪] ফুরকান ২৫ ঃ ৬০।

[৩৫] ফুরকান ২৫ ঃ ৫৯।

আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা বলেন ঃ

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ– بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ–

এবং ওদের নিকট কুরআন পাঠ করা হলে ওরা সিজদা করে না। উপরন্তু কাফিরগণ উহাকে অস্বীকার করে।[৩৬]

অর্থাৎ সিজদা করার হুকুম অমান্য কারীরা কাফির। যারা অস্বীকার করে তারাও। এ আয়াতে সিজদার কী গুরুত্ব এবং তাগিদ তা সহজেই বুঝা গেল।

৬. কিয়ামতে কারা সিজদা করতে চাইলেও তা করতে সক্ষম হবে না ঃ

দুনিয়াতে অনেকে সিজদা অস্বীকার করে। অনেকে স্বীকার করেও সিজদা করেনা। অনেকে সুবিধা বা খেয়াল খায়েশ ও ইচ্ছামত করে। এমন ধরনের কত বনি আদম যে আছে তার হিসাব কি আমরা করতে পারি? কিন্তু আল্লাহ ঠিকই হিসাব রাখছেন। তাই কিয়ামতে যখন সিজদা করতে বলা হবে তখন তারা পারবেনা সিজদা করতে যেমনটি আলকুরআন ঘোষণা করছেঃ-

"স্মরণ কর, সেই দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে, সেই দিন ওদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য কিন্তু ওরা সক্ষম হবে না; ওদের দৃষ্টি অবনত হীনতা ওদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন ওরা নিরাপদে ছিল তখন তো ওদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে (তারা অমান্য করেছে)। ছেড়ে দাও আমাকে এবং যারা এই বাণী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে, আমি ওদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে ওরা জানতে পারবেনা, আর আমি ওদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।[৩৭]

তাহলে দুনিয়াতে সিজদা না করে বাহাদুরী করলে কি হবে? যেদিন সৃষ্টিকর্তার মুঠিতে ধরা পড়বে সেদিন কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ কেবল সময় দিচ্ছেন, সুযোগ দিচ্ছেন- দেখা যাক ওরা শেষ পর্যন্ত কি করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনই তো সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলকারী। আমরা যতই কৌশল করি না কেন কিছুতেই কাজ হবে না।[৩৮]

কিয়ামতে যখন সিজদা করতে বলা হবে তখন ওদের পিঠ তক্তার মত হয়ে যাবে কিছুতেই তা সিজদার উপযোগী হবে না।[৩৯] কত ভয়াবহ অবস্থা! তারা সিজদা করতেই পারবেনা শত চেষ্টা করেও।

---

[৩৬] ইনশিকাক ৮৪ ঃ ২১-২২।

[৩৭] কালাম ৬৮ ঃ ৪২-৪৫।

[৩৮] আলে ইমরান ৩ ঃ ৫৪, আনফাল ৮ ঃ ৩০।

[৩৯] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, তাফসীর ইবনে কাসীর ১৭তম খন্ড পৃঃ ৬২০ ড. মুজিবর রহমান অনূদিত (১৯৯৯)।

৭. সমস্ত আম্বিয়া কিরাম (আঃ) কে সিজদার আদেশ দেন প্রভু রব্বুল আলামীনঃ

কুরআনুল কারীমে শুধুমাত্র বিশ্বনবী (সাঃ) ও তার উম্মতকেই সিজদা করতে বলা হয়নি বরং সমস্ত নবী (আঃ) দেরকেও সিজদার আদেশ প্রদান করা হয়েছে যেমনটি ফুরকানুল হামিদে বলা হচ্ছেঃ-

"ইহারাই তারা নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আদমের বংশ হতে এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম; তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত কাঁদতে কাঁদতে।[৪০]

এই আয়াতে কারীমায় আদম (আঃ) এর বংশ হতে দয়াময় মহান মাবুদ যাদেরকে অনুগ্রহ নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তারা সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে মহান প্রভুর জন্য ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় যেতেন। তারা এতই প্রভূ ভক্ত অনুরক্ত ও অনুগত ছিলেন যে, জীবনে শত দুর্যোগ এবং আপন আপন সম্প্রদায়, স্বজাতি, স্বদেশবাসী, সমাজ, স্বজন দ্বারা উপেক্ষিত, অত্যাচারিত এমনকি প্রহৃত বিতাড়িত। জীবন নাশ কালেও তারা প্রভূর আদেশ পালনে সদা তৎপর থেকে তার অনুগ্রহ কামনায় সিজদা করেছেন অশ্রুপাত করে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরো ঘোষণা করছে ঃ -

এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম আমার সাথে কোন শরীক স্থাপন করোনা এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে।[৪১]

এ আয়াতে শারীফায় ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) পিতাপুত্র মিলে যখন কাবা গৃহ নির্মাণ কাজ শেষ করলেন তখন ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ- ১.কাবা গৃহকে পবিত্র রাখতে হবে। ২. আল্লাহর সাথে শরীক করে কাবায় মূর্তি স্থাপন করা যাবে না। ৩. এই গৃহকে তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করতে হবে। ৪. এই গৃহকে সামনে রেখে কিয়াম, রুকু ও সিজদা করে সালাত আদায় করতে হবে। এ নির্দেশ যেমন পিতাপুত্র ও স্ত্রী হাজেরা (আঃ) এর প্রতি তেমনি অনাগতকাল অবধি তার বংশধর মুসলিমদের প্রতিও। তখন কিন্তু ঐ তিনজনই কেবল ঐ কাবার মুহাফিজ মুসল্লী ও তাওয়াফকারী ছিলেন। কিন্তু আদেশটা ছিল কিয়ামত অবধি সমস্ত জনমানবের জন্য যারা ঐ পবিত্র স্থানে হাজ্জ

---

[৪০] মারইয়াম ১৯ ঃ ৫৮।

[৪১] হাজ্জ ২২ ঃ ২৬, বাকারা ২ ঃ ১২৫।

ও উমরার উদ্দেশ্যে যাবে বা ঐ কাবায় সালাত তাওয়াফের জন্য যাবে তাদের প্রতি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কত মেহেরবান কত সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় পরম দয়ালু। সেই নির্দেশ আজও অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হচ্ছে লক্ষ কোটি মুসল্লী ও তাওয়াফ কারীদের দ্বারা কি হাজ্জ মৌসুমে, কি উমরাহর জন্য সারাটা বছর ধরে। একদা জনমানবহীন বাইতুল আতিক, দুনিয়ার প্রথম গৃহ, মাসজিদুল হারাম আজ জনাকীর্ণ। বছরের ৩৬৫ দিবস রজনীর কোন একটা মুহূর্ত জনশূন্য হয় না। সমস্ত প্রশংসা শোকর ও সুজুদ তারই জন্য।

নবী নয় অথচ পূত পবিত্র নবী ঈসা (আঃ) এর মাতা মারইয়ামের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ঃ

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

হে মারইয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।[৪২]

আল্লাহ তায়ালা মারইয়াম (আঃ) কে এত ভালবাসতেন যে তার নামে কুরআনুল কারীমে একটা সূরা নাযিল করলেন।[৪৩] আর তাকে জগতবাসীর নিকট একটা অলৌকিক নিদর্শন বানালেন বিনা স্বামী সঙ্গ ব্যতীত পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ করে- যার নাম ঈসা ইবনে মারইয়াম। কত ক্ষমতার মালিক তিনি। পিতামাতা ব্যতীত আদম (আঃ) পিতা ব্যতীত ঈসা (আঃ)। সব কিছুই তিনি করতে পারেন। হও বললেই হয়ে যায়।[৪৪] এমন ক্ষমতার মালিককে সিজদা করবেনা কে? মূঢ় অকৃতজ্ঞ ও কাফির ব্যতীত আর কেউ নয়।

৮. বনি ইসরাইলদের প্রতি সিজদার আদেশঃ

"স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নত শিরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং বল 'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীল লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব।"[৪৫]

মহান মাবুদ উল্লেখিত বাণী বনি ইসরাইলদের প্রতি নাযিল করেন যখন তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস অথবা আরীহা (তাফসীরে কুরতুবী) নগরে প্রবেশ

---

[৪২] আলে ইমরান ৩ ঃ ৪৩।

[৪৩] ১৯ নং সূরা মারইয়াম এবং মারইয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বুখারী শরীফ হাঃ নং ৩৫৩১ ই.ফা.প্র দ্রষ্টব্য।

[৪৪] বাকারা ২ ঃ ১১৭, আলে ইমরান ৩ ঃ ৪৭, ৫৯, আনআম ৬ ঃ ৭৩, নাহল ১৬ ঃ ৪০, মারইয়াম ১৯ ঃ ৩৫, ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৮২, গাফির ৪০ ঃ ৬৮।

[৪৫] বাকারা ২ ঃ ৫৮, আরাফ ৭ ঃ ১৬১।

করার সময় কিভাবে প্রবেশ করতে হবে তা শিখিয়ে দেন। তারা ইতিপূর্বে অবাধ্য আচরণ করে স্রষ্টার বিরাগভাজন হয়। তাই দয়াময় তার প্রতি যারা অনুগতজন তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন পূর্বক আরো দয়া দাক্ষিণ্যের আভাস বাণী প্রেরণ করেন নবী মূসা (আঃ) এর মারফত।

মহান স্রষ্টা তাদের প্রতি সতর্ক বাণী প্রেরণ করেন এভাবে ঃ

"তাদের অঙ্গীকারের জন্য আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর উত্তোলন করে বলেছিলাম 'নত শিরে দ্বারে প্রবেশ কর।' তাদের আরো বলেছিলাম,'শনিবারের' সীমা লংঘন করিওনা; এবং তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।"[৪৬]

বনি ইসরাইল কওম মূসা (আঃ) কে ভীষণভাবে বিব্রত করে তাদের সীমা লংঘন করার বারংবার কাজের দ্বারা। আল্লাহ তাদের প্রতি কত প্রকারের মেহেরবানী করেছেন। মান্না সালওয়া তৈরী খাদ্য দিয়ে আর পাথরে আঘাত করার জন্য প্রস্রবণ বা ঝরনা থেকে সুপেয় পানি দিয়ে, বৃক্ষবিহীন তীহ মরু প্রান্তরে মেঘমালার ছায়া দিয়ে, ফিরআউনের অত্যাচার, নিপীড়ন, নরহত্যা থেকে বাঁচিয়ে এবং সহজে মাছ ধরার সুযোগ সৃষ্টি করে- এমন কতভাবে যে তাদের সাহায্য করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। তাদেরকে বলা হয়েছিল সপ্তাহে ৬ দিন মাছ ধরবে কিন্তু শনিবার ব্যতীত। অথচ তারা তাও লংঘন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিয়ামতের নাশোকর করা ইবলিসী কুমন্ত্রণা। এটা যেমন বনি ইসরাইলদের ছিল তেমনি বনি ইসমাঈল অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও দৃশ্যমান। কিন্তু দয়াময় কারো প্রতি তার দয়া উঠিয়ে নেননি। বাতাস বইছে, সূর্য কিরণ দিচ্ছে, মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরছে, বৃক্ষ ফল দিচ্ছে, গাভী দুধ দিচ্ছে, নদী সাগর তাজা মাছ উৎপাদন করছে, মাটি ফসল উৎপাদন করছে- কৈ আল্লাহর নিয়ামতের অফুরন্ত প্রবাহ বন্ধ নেই তো। কিন্তু ক'জনা সিজদা করছে, শোকর করছে?

৯. মূসা (আঃ) এর প্রতিপক্ষ ফিরআউনের যাদুকরদের সিজদা ঃ

দূর্বিনীত অহংকারী প্রভু দাবীদার মিশর সম্রাট ফিরআউন মূসা (আঃ) কে যাদুকর সাব্যস্থ করে এবং বলে আমারও যাদুকর আছে। তোমার ও আমার যাদুকরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। কে শ্রেষ্ঠ? সম্রাট নির্দিষ্ট দিনে তার দেশের সেরা যাদুকরদের উপস্থিত করে মূসা (আঃ) কে আহ্বান করল। মূসা (আঃ) তাদের যাদু প্রদর্শনের জন্য বলল। তারা এমন যাদু দেখালো যেন বিরাট বিরাট অজগর সাপ তেড়ে আসছে মূসা (আঃ) এর দিকে। আল্লাহ বললেন ভীত হইওনা- তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। মূসা (আঃ) লাঠি নিক্ষেপ করলে আরো বিশাল

---

[৪৬] নিসা ৪ ঃ ১৫৪।

আকারে সর্প সেই যাদুকরদের অজগরগুলি গ্রাস করে ফেলল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল- মিথ্যার বিনাশ ঘটল। এবার এসব দেখে ফিরআউনের সুদক্ষ যাদুকরদের সেই মুহূর্তের বিষয়টি আল্লাহ কুরআনুল হাকীমে এভাবে বর্ণনা করছেন ঃ

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ– قَالُوٓاْ آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ– رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ–

এবং যাদুকরেরা সিজদাবনত হ'ল। তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক।[৪৭]

এতদর্শনে পরাজিত ফিরআউন অপমান ক্রোধ ও ক্ষোভে বলল- আমি তোমাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নেব। আমার আদেশের অপেক্ষা না করে মূসা ও হারুনের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছ আমার প্রভুত্বকে অস্বীকার করলে। এই শাস্তি কত ভয়াবহ দেখবে। তারা নিশ্চিন্তে আসন্ন নিষ্ঠুর ভাবে জীবন নির্বাপনের ভয়ংকর দৃশ্য কল্পনা করেও বলল ঐ প্রভুর সান্নিধ্যে এ শাস্তি কিছুই নয়। কত বড় মজবুত কত দৃঢ় ঈমানী কুওয়াত থাকলে অম্লান বদনে জীবন এভাবে কুরবানী করার নযীর স্থাপন করা যায়! যাদুকরদের সেই বেনযীর সিজদাই প্রমাণ করেছে জগতসমূহের প্রভুর সান্নিধ্য মৃত্যুর যন্ত্রনা থেকে অনেক অনেক দূর্লভ প্রাপ্তি। ঐ সিজদাই চান মহান মাবুদ প্রতিটি ঈমানদারদের নিকট। হকের বিরুদ্ধে বাতিলকে বাতিল বলে প্রমাণ দিতে হবে ভয় ভীতি লোভ লালসা সবকিছু উপেক্ষা করে। মিশর সম্রাট ফিরআউন সেদিন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করলেও মূসা ও হারুন (আঃ) এর মিশনকে এতটুকুও ম্লান করতে পারেনি। বরং অসহায়ভাবে সে যখন সাগর বক্ষে সসৈন্যে নিমজ্জিত হয়ে আসন্ন মৃত্যু দেখছিল তখন কিন্তু সেও যা বলেছিল তা আল কুরআন এভাবেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে ঃ

"আমি বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করলাম এবং ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করে তাদের পিছু নিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হ'ল তখন বলল, আমি বিশ্বাস করলাম বনি ইসরাইল যাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি মুসলিম বা আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[৪৮]

কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত জেনে বেকায়দায় পড়ে ফিরআউন যা বলল আল্লাহ কিন্তু তা কবুল করলেন না। তিনি তো অন্তর্যামী। তাই যা তিনি তাকে বলেছিলেন আলকুরআন তাও এভাবে জানাচ্ছে ঃ

---

[৪৭] আরাফ ৭ ঃ ১২০-১২২, তা-হা ২০ ঃ ৭০, শুআরা ২৬ ঃ ৪৬-৪৮।
[৪৮] ইউনুস ১০ ঃ ৯০।

unityofmuslimummah.wordpress.com

"এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছো এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্ত র্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার (মৃত) দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হও। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।"[৪৯]

আজও সেই আল্লাহদ্রোহী যালিম ফিরআউনের লাশ অবিকৃত অবস্থায় থিবিসের একটি পিরামিড থেকে উদ্ধার করে সকলকে দেখাবার জন্য কায়রোর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্র্যাফটন ইলিয়াট স্মীথ ঐ ফিরআউনের মমির আচ্ছাদন খুলে দেখেন যে লাশের উপর লবনের স্তর পড়ে আছে। এতেই প্রমাণ হয় সে ডুবে মারা যায়।[৫০]

১০. ইউসুফ (আঃ) এর সিজদা ঃ

কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"স্মরণ কর, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! আমি তো দেখেছি ১১টি তারা, সূর্য এবং চন্দ্রকে, দেখেছি ওরা আমাকে সিজদা করছে।"**[৫১]

পুনরায় ঐ সিজদার বাস্তব রূপ আল কুরআন ঘোষণা করছেঃ-"এবং ইউসুফ তার মাতাপিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং ওরা সকলে তার সম্মানে সিজদায় লুটায়ে পড়ল। সে বলল, হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।"[৫২]

ইউসুফ (আঃ) এর পিতা নবী ইয়াকুব (আঃ) তার পিতা নবী ইসহাক (আঃ) তার পিতা মুসলিম জাতির পিতা[৫৩] ইবরাহীম (আঃ) এমন এক নবুওয়াতের বংশধারার অনন্য সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও সেই ইউসুফ (আঃ) কে প্রায় এক যুগেরও বেশী মিথ্যা অপবাদে কারাগারে জীবন নির্বাহ, আপন ভ্রাতৃবৃন্দের দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়ে নির্জন কুপে নিক্ষিপ্ত, জুলাইখা বা আযীযে মেসের এর স্ত্রীর অসৎ কামনা, পিতামাতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাসত্বজীবন নিয়ে কি অপরিসীম ধৈর্য আর প্রভুর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে এক বেনযীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারপর মিশরের অর্থ মন্ত্রীর[৫৪] দায়িত্বভার নিয়ে হারানো পিতামাতাকেও নিয়ে এবং চক্রান্তকারী ভ্রাতৃবৃন্দকে অপূর্ব ক্ষমার ঔদার্য প্রদর্শন করে (সিরিয়া থেকে) মিশরে এনে সিজদার যে স্বপ্ন বহু বহু বছর পূর্বে দেখেছিলেন তারই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল।

---

[৪৯] ইউনুস ১০ ঃ ৯১-৯২।
[৫০] তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুসের তাফসীর।
[৫১] ইউসুফ ১২ ঃ ৪।
[৫২] ইউসুফ ১২ ঃ ১০০।
[৫৩] হাজ্জ ২২ ঃ ৭৮।
[৫৪] ইউসুফ ১২ ঃ ৫৫

আল্লাহর কি অপার মহিমা! নবী হয়েও কি ধৈর্য পিতাপুত্রের যেমনি ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ) এর। ঐ সিলসিলায় বনি ইসরাইল বংশে বহু নবী- তার মধ্যে সবথেকে আলোচিত মূসা (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)। আর বনি ইসমাঈলের শেষ নবী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।[৫৫] সিজদার কি সুদূর প্রসারী প্রভাব- পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধরদের মধ্য হতে তা কি চিন্তাশীল, ভাবুক, উলুল আলবাব,[৫৬] উলুল আমর,[৫৭] আহলুত তাকওয়া[৫৮] অর্জন পিপাসুরা দেখবেন না?

১১. আহলে কিতাবদের সিজদার বিষয়ে আল্লাহ কী বলেনঃ

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ.

তারা সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে একদল আছে তারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে।[৫৯]

কুরআন অবতীর্ণ হবার পর কাফির মুশরিকগণ কুরআনুল কারীমকে বিশ্বাস করত না। নানা প্রকার কটুক্তি করত এবং এর প্রতি অবিশ্বাস করত। এরই জবাবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা বলেনঃ-

"বল, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।"[৬০]

কিতাবধারীদের মধ্যে অনেক ভাল মানুষ ছিলেন। সবাই কিন্তু একরকম নয়। ইহুদী পন্ডিতদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) যখন মুসলিম হয়ে যান সেই সময়কার একটা ঘটনা। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম একদা মহানবী (সাঃ) এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে বলেন- আমার সম্পর্কে ও ইসলাম সম্পর্কে ইহুদীদের ধারনা কি তা জানার জন্য আপনি ওদেরকে আপনার এখানে আসবার সংবাদ দিন। ওরা এলে আমি ঘরে লুকিয়ে থাকব তখন ওদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি কেমন লোক? যথারীতি ইহুদীদেরকে ডেকে আনা হল, জিজ্ঞাসা করা হল আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক? তারা বলল খুবই ভাল, সুপন্ডিত এবং তার পিতাও পন্ডিত। অতঃপর মহানবী (সাঃ) বললেন- সে তো মুসলিম হয়েছে। তখন

---

[৫৫] আহযাব ৩৩ ঃ ৪০।
[৫৬] যুমার ৩৯ ঃ ২১।
[৫৭] নিসা ৪ ঃ ৫৯।
[৫৮] মুদ্দাসির ৭৪ ঃ ৫৬।
[৫৯] আলে ইমরান ৩ ঃ ১১৩।
[৬০] ইসরা ১৭ ঃ ১০৭।

তারা রাগে ক্রোধে ক্ষোভে বলল আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নিকৃষ্ট এবং গালিগালাজ করে চলে গেল। এই আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের মর্যাদা সম্পর্কে বুখারী শরীফে তিনটি হাদীস বর্ণিত। দয়ার নবী (সাঃ) তাকে জান্নাতী বলেছেন। তিনি মহানুভব, উদার, দাতা, দয়ালু ও সুপন্ডিত ছিলেন।[৬১]

তাহলে দেখা গেল কিতাবীদের মধ্যে যারা ভাল ছিলেন তারা তো বিশ্বনবী (সাঃ) কে মেনে নিয়ে তার নবুওয়াতকে স্বীকার করে এমন মুসলিম হয়েছেন যে, দুনিয়াতে কেউ কেউ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

১২. বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মাত মুমিনদের প্রতি সিজদার হুকুমঃ

আল কুরআনুল মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত কর ও সৎকর্ম কর যাতে সফলকাম হতে পার।[৬২]

এই হুকুমে ইলাহী যারা পালন করে তারা কারা? ঐ শুনুন আসমানী সওগাতঃ-

"কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা উপদিষ্ট হলে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তারা অহংকার করে না।"[৬৩]

এই সিজদাকারীদের চরিত্র এবং স্বভাব আচরণ কেমন হবে আর তাদের সিজদার চিহ্নই বা কী?

ফুরকানুল হামিদে ইরশাদ হচ্ছেঃ-

মুহাম্মাদুর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ হল তাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাত ও ইঞ্জিলের বর্ণনাও এরূপ। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাড়ায়- যা চাষীদের জন্য আনন্দ দায়ক।[৬৪]

কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত! এ যে জান্নাতের সুখময় সংবাদ, হৃদয় বিগলিত বাণী। আলহামদুলিল্লাহ।

---

[৬১] বুখারী শরীফ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ৩১৮-২০ হাঃ নং ৩৫২৮-৩০ ই.ফা.প্র. ১৯৯১ সাল।

[৬২] হাজ্জ ২২ ঃ ৭৭।

[৬৩] সাজদা ৩২ ঃ ১৫।

[৬৪] ফাতাহ ৪৮ ঃ ২৯।

একটি চারাগাছ পত্রপল্লবে শাখা প্রশাখায় যখন বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় তখন ঐ চারা বপনকারীর কী আনন্দ ও সাফল্যের পরিতৃপ্তি। সিজদার দ্বারা এমন একটা নৈমিত্তিক দৃশ্যের উদাহরণ দিচ্ছেন মহান মাবুদ। এর দ্বারা ঈমান আকীদা, আমলের স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা ও দৃঢ়তা তো পয়দা হবেই আর এমন একটা রুহানী শক্তি জেগে উঠবে হৃদয়ে যার দ্বারা বাতিল মত ও পথ বাধা ও বিপর্যয় দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করা সম্ভব হবে। কেননা এতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ অজস্র ধারায় সিজদাকারী মুমিনদের প্রতি বর্ষিত হয়। এর থেকে আর বেশী কি পাওনা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য?

১৩. রাতের বিভিন্ন অংশে সিজদা করা ঃ

মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা বলেনঃ- وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

এবং রাতের কিয়দংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও আর রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[৬৫]

তাহলে আমাদের প্রতি রাতের কিছু অংশে তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার জন্য বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করার আদেশ। এ আদেশ পালন করেছেন অন্যান্য নবীগণ এবং বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাশ্রু নয়নে। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ইযাম, ও তাবে তাবেঈন মুকাররম, সলফে সালেহীন সবাই এ হুকুম পালনে তৎপর হবার জন্যই তারা স্রষ্টার প্রিয়ভাজন হয়েছেন। জগতে অনন্য সাধারণ কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন যা আমরা পেয়ে উপকৃত ধন্য ও গর্ব বোধ করি। কিতাবের জগতে চিন্তার নানামুখী উৎসধারার মুখ খুলে তারা যে অবদান রেখেছেন তা জগতে স্মরণীয়। অথচ মুসলিম মুমিন হবার প্রয়াসে স্রষ্টার এ অনুগ্রহ সত্যিই কি মুসলিম জাহান পাচ্ছে?

মহান মাবুদ আরো বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন অংশে সিজদাবনত হয়ে ও দাড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? বল, যারা জানে ও যারা জানেনা তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"[৬৬]

দয়াময় রহমানুর রহীম ইরশাদ করেন ঃ

"রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান

[৬৫] দাহর বা ইনসান ৭৬ ঃ ২৬।

[৬৬] যুমার ৩৯ ঃ ৯।

থেকে; এবং তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিস্কৃতি দাও, ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ সাধন করে।"[৬৭]

এ আয়াতগুলিতে কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ১. দাড়িয়ে দীর্ঘক্ষন যেমন রাতের বেলায় মাবুদের পবিত্রতা ও প্রশংসা করে স্বীয় পাপের ক্ষমা চাইতে হবে অশ্রু ঝরিয়ে তেমনি সিজদায়ও দীর্ঘক্ষন অতিবাহিত করতে হবে ঐ একই ভাবভাষা এবং হৃদয়কে গলিয়ে আমিত্বকে চুরমার করে তারই আনুগত্য করতে হবে। ২. যারা আখিরাতকে ভয় করে এবং স্রষ্টার অনুগ্রহ কামনা করে। ৩. যারা এটা করে তারা কখনও তাদের সমান নয় যারা করেনা। ৪. যারা জানে ও যারা জানেনা তারা কখনও সমান নয়। অর্থাৎ জ্ঞানী আলেম, পন্ডিত, বিজ্ঞজন, আর অজ্ঞ মুর্খ এক নয়। ৫. বোধসম্পন্ন চিন্তাশীল ভাবুক ও আল্লাহ ভীরু ধার্মিক মুত্তাকীরাই উপদেশ গ্রহণ করে। ৬. তারা বিনম্র ভদ্র ও বিনয়ী হয়, উদ্ধত গর্বিত অহংকারী হয় না। ৭. কোন বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি বিজ্ঞজনদের উপেক্ষা করে অশ্লীল অশালীন ও কটুক্তি করে তবে বিজ্ঞজনের কর্তব্য হ'ল তাদেরকে সালাম জানিয়ে তাদের থেকে সরে যাওয়া। ৮. এরাই গভীর নিশীতে চরাচরের নিস্তব্ধতায় নিজকে সিজদায় লুটিয়ে দিয়ে বলেন- হে রহমান; দয়াময়; গফুরুর রহীম; তুমি আমাদেরকে মার্জনা কর, ক্ষমা কর, তওবা কবুল কর এবং ভয়াবহ জাহান্নামের মর্মান্তিক দীর্ঘস্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন প্রকারের শাস্তি হতে রেহাই দাও, মুক্তি দাও, নিস্কৃতি দাও, জাহান্নাম হারাম করে দাও হে প্রভু! এ মিনতি ও আর্তি ঐ নিশার অংশ বিশেষ কিয়াম রুকু ও সুজুদে। এ এক অপার্থিব শান্তি আর কাকুতির মোক্ষম সুযোগ।

১৪. সিজদাকারীকে আল্লাহ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন ঃ

ঐ সুবর্ণ মুহূর্তে সিজদাকারীকে কি দয়াময় লক্ষ্য করেন সত্য সত্যিই?

ঐ শুনুন মহান আরশাধিপতির পবিত্র বাণী ঃ

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ—وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّٰجِدِينَ —إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ—

"যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও এবং দেখেন সিজদাকারীদের সাথে তোমার উঠাবসা। তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"[৬৮]

তাহলে সালাতে দাড়ালে এবং রুকু সিজদায় যে মহান প্রভু তার বান্দার প্রতি নজর রাখেন সেটাই উচ্চারিত উক্ত কালামে পাকে। আমাদের প্রভু যখন আমাদের দেখছেন অথচ আমরা তাকে দেখছিনা[৬৯] এ অবস্থায় সালাতে আমাদের

---

[৬৭] ফুরকান ২৫ ঃ ৬৩-৬৫।

[৬৮] শুআরা ২৬ ঃ ২১৮-২২০।

[৬৯] আনআম ৬ ঃ ১০৩।

কিরূপ, কতবেশী যত্নবান ও সতর্ক থাকতে হবে একাগ্রতা ও নিবিষ্ট মনপ্রাণে সেটা কি প্রতিটি সালাত আদায়কারী অনুধাবন করবেন না?

১৫. আদম (আঃ) কে সিজদা করার হুকুম স্রষ্টার সমস্ত ফিরিশতা মন্ডলীর প্রতি এবং সিজদা না করায় ইবলিসের পরিণাম কত ভয়াবহ ঃ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ঘোষণা করছেঃ-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ-

"যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হ'ল।"[৭০]

সিজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে ইবলিস বলল ঃ

"তিনি বলেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত করল যে তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে (আদমকে) কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ।"[৭১]

আদম সৃষ্টি ও তার প্রতি সিজদা সম্পর্কে আল কুরআনে পুনরায় এভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ

"যখন আমি তাকে (আদমকে) সুঠাম করব এবং ওর মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হইও। তখন ফিরিশতারা সকলেই একত্রে সিজদা করল ইবলিস ব্যতীত। সে অহংকার করে সিজদা করতে অস্বীকার করল। আল্লাহ বলেন, হে ইবলিস! তোমার কী হ'ল যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হলে না? সে বলল, আপনি গন্ধযুক্ত কর্দম শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করতে পারিনা। তিনি বলেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি তো অভিশপ্ত; এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি লা'নত রইল। সে বলল, হে আমার রব! কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি বললেন যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত অবধারিত সময় উপস্থিত হবার দিন পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সে জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকাজ সুন্দর করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব, তবে ওদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত।[৭২] সূরা বাকারা, আরাফ, কাহাফ, হিজর, বনি ইসরাইল, ত্বহা এবং সূরা

---

[৭০] বাকারা ২ ঃ ৩৪, আরাফ ৭ ঃ ১১।

[৭১] আরাফ ৭ ঃ ১২, কাহাফ ১৮ ঃ ৫০ ।

[৭২] হিজর ১৫ ঃ ২৯-৪০, বনি ইসরাইল ১৭ ঃ ৬১-৬৫, তা-হা ২০ ঃ ১১৬-১২৩, সাদ ৩৮ ঃ ৭১-৮৩।

সাদ এ ৪২টি আয়াতে আদম আবুল বাশার-পৃথিবীর প্রথম মানবকে সৃষ্টি স্রষ্টা স্বয়ং নিজ হাতে করলেন এটা বর্ণিত। উপাদান কী? গন্ধযুক্ত কাদামাটি অতঃপর আঠাল তারপর শুকনা ঠনঠনে, এরপর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন করে সুঠাম সুন্দর আকৃতি দিয়ে তার মধ্যে জীবন অর্থাৎ রূহ প্রদান করলে জীবন্ত মানব পিতা হলেন আদম। স্রষ্টার নিজ হাতে সৃষ্টি আর তাকে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর নাম ও গুণাগুণ শিখিয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্মানিত[৭৩] করলেন এরপর সকল ফিরিশতাকে যারা তার আদেশানুবর্তী ছিল তাদেরকে ঐ বস্তুসমূহের নাম কী তা বলার কথা বললে তা তারা বলতে পারল না। অথচ আদম (আঃ) কে বলা মাত্রেই সব নাম ধাম বলে দিলেন।[৭৪] এবার শ্রেষ্ঠ যে আদম তার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আদম সিজদার হুকুম। কেন ইবলিস সিজদা করল না তাও সে বলল অহংকারী ও গর্বিত হয়ে। কেননা আগুন মাটিকে পুড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু আগুনের মালিক যিনি তিনি হুকুম না করলে তার দহন শক্তি যে রহিত[৭৫] একথা ইবলিস কি জানে? সেও ফিরিশতাদের মধ্যে ছিল। ইবাদাত বন্দেগীতে তার কমতি ছিল না। আদতে মানব সৃষ্টির আগে জিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়।[৭৬] তাদের অবাধ্য আচরণ, মারামারি হত্যাকান্ড ও ফিতনার জন্য তাদেরকে ধ্বংসের কাজে এই ইবলিসের নেতৃত্বে একদল ফিরিশতা প্রেরিত হয়। ইবলিস এতে করে আরো গর্বিত হয়। কিন্তু আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী কোন অহংকারী গর্বকারীকে আল্লাহ রেহাই দেন না, ভালবাসেন না।[৭৭] সে লাঞ্ছিত বিতাড়িত লা'নতপ্রাপ্ত ও জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্তি হবার ক্রোধে আদম সন্তানকে একহাত দেখে নেবে এই তার জেদ ও প্রতিজ্ঞা। কিয়ামত পর্যন্ত সে বনি আদমের পদস্খলনের জন্য সর্বদিক থেকে জনম হতে মৃত্যু আর সেই জান্নাত হতে বিতাড়িত হয়ে বিভ্রান্তি, প্ররোচনা, প্রলোভন, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, কুমন্ত্রনা অর্থাৎ যাবতীয় 'কু' শিরা উপশিরায় দিয়ে পথভ্রষ্ট করার জন্য ওঁৎ পেতে দিবা নিশি তৎপর।[৭৮]

---

[৭৩] বনি ইসরাইল ১৭ ঃ ৭০।

[৭৪] বাকারা ২ ঃ ৩১-৩৩।

[৭৫] আম্বিয়া ২১ ঃ ৬৯।

[৭৬] হিজর ১৫ ঃ ২৭।

[৭৭] হাদীদ ৫৭ ঃ ২৩।

[৭৮] আরাফ ঃ ১৭-১৮।

unityofmuslimummah.wordpress.com

১৬. সিজদার আয়াতগুলি ঃ

কুরআনুল কারীমে যে যে সূরায় তেলাওয়াতে সিজদা আছে তার বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরা নং	আয়াত নং
১	আরাফ	৭	২০৬
২	রায়াদ	১৩	১৫
৩	নাহল	১৬	৫০
৪	বনি ইসরাইল	১৭	১০৯
৫	মারইয়াম	১৯	৫৮
৬	হাজ্জ	২২	১৮
৭	হাজ্জ	২২	৭৭
৮	নামল	২৭	২৬
৯	সাজদা	৩২	১৫
১০	সাদ	৩৮	২৪
১১	হা-মীম সাজদা	৪১	৩৭
১২	নাজম	৫৩	৬২
১৩	ইনশিকাক	৮৪	২১
১৪	ফুরকান	২৫	৬০
১৫	আলাক	৯৬	১৯

একমাত্র সূরা হাজ্জে দু'বার সিজদার আয়াত।

১৭. সিজদা কিভাবে করতে হবে ও সিজদার গুরুত্ব ঃ

সিজদা তো সবাই করে যারা আস্তিক, বহু ঈশ্বরবাদী, ত্রিতত্ত্ববাদী, দ্বৈতবাদী, ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, জৈন, বৌদ্ধ, পৌত্তলিক বা প্রকৃতি পূজারী আদিবাসী বনবাসী সবাই যার যার মত করে। কেউ প্রণাম, কেউ প্রণিপাত, কেউ গড় হয়ে, কেউ উপুড় হয়ে, কেউ করজোড়ে এমনি ধরনের নানা পদ্ধতিতে। কিন্তু একক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদাতকারীগণ কিভাবে সিজদা করবে? মহানবী (সাঃ) স্পষ্ট বলেছেনঃ-

এমন ভাবে সালাত আদায় কর যেন তুমি প্রভুকে দেখছ অথবা তিনি তোমাকে দেখছেন।[৭৯] আর কুকুর শৃগাল এবং মোরগের ন্যায় সালাত আদায় করবে না।[৮০]

তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেনঃ- صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّي

---

[৭৯] মুসলিম শরীফ পৃঃ ২৭ দেওবন্দ ছাপা মূল আরবী।

[৮০] বুখারী শরীফ ২য় খন্ড পৃঃ ১৪১ হাঃ নং ৭৮৪ ই.ফা.প্র. ২০০০ হাঃ নং ৫০৭ পৃঃ ৯ প্রাগুক্ত, আততারগীব ওয়াত তারহীব ঃ ২য় খন্ড হাঃ নং ২৮৪।

তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছ সেই ভাবে সালাত আদায় কর।[৮১]

ঠিক তেমনি ভাবে বলেছেন ঃ خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

তোমরা হাজ্জ করার পদ্ধতি বা নিয়ম কানুন আমার নিকট হতে শিখে নাও।[৮২]

তাহলে দেখা যাচ্ছে ইচ্ছা মাফিক যেন তেন প্রকারে বা যিনি যতটুকু জানেন বা না জানেন, অন্যের দেখা দেখি বা অন্যকে দেখে সিজদা করছেন, বসছেন, রুকু করছেন, কিয়াম করছেন- এমন কিছু করলে বিরাট একটা অঘটন ঘটে যাবে ভুলের কারণে। নির্ভুল না হয়ে বিশুদ্ধ না হয়ে নির্ভেজাল না হয়ে সেটা হবে ভুল, অশুদ্ধ, ভেজাল, অপ্রমাণিত। ঠিক মহানবী (সাঃ) যেমনটি সিজদা করেছেন তেমনি হবে না আর তার শিখিয়ে দেয়া মুতাবিকও হবে না। তার শিখিয়ে দেয়া সিজদা না হলে তো সালাত কবুল না হবারই সম্ভাবনা ষোল আনা। তিনি শিখেছেন মহাপ্রভুর নিকট হতে আদিষ্ট হয়ে জিবরীল আমীনের নিকট থেকে। তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের শিখিয়ে দেয়া সিজদাটাই গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ এবং সেটাই তো করতে হবে উম্মাতে মুসলিমাকে। এখন প্রশ্ন হল সেই নির্ভেজাল সহীহ সিজদার নিয়ম পদ্ধতিটি কোথায় পাওয়া যাবে? সহীহ বিশুদ্ধ হাদীসে। সেটা সহীহুল বুখারী শরীফ, সহীহ মুসলিম শরীফ, আর আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনে খুজায়মাহ, দারাকুতনী, দারেমী, বায়হাকী সহ তাফসীরুল কুরআন ও হাদীসের শরাহগুলিতে যা নিশ্চিত বিশুদ্ধ ভাবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত সেখান থেকে নিতে হবে।

সিজদা করার সহীহ পদ্ধতি হ'ল রুকুর দুআ শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যেতে হবে। সিজদায় গমনকালে প্রথমে দুই হাতের তালু জমিনে রেখে তারপর হাটু রাখতে হবে।[৮৩]

হাত দুটি কাধ অথবা কান বরাবর রাখতে হবে এবং বাহু দুটি পাজর ও জমিন থেকে এভাবে উচু বা প্রসারিত রাখতে হবে যেন কনুই, বুক, পেট এর তল দিয়ে কোন বকরির বাচ্চা ইচ্ছা করলে যেতে পারে।[৮৪] সিজদার সময় বাহুদ্বয় কনুইসহ জমিনে বিছিয়ে দেয়া যাবে না যেমনটি কুকুর সামনে পা বিছিয়ে দেয়।[৮৫]

---

[৮১] বুখারী শরীফ- হাঃ নং ৬৩১।

[৮২] মুসলিম শরীফ- হাঃ নং ৩১০।

[৮৩] বুলুগুল মারাম, আবু দাউদ।

[৮৪] বুখারী শরীফ ২য় খন্ড হাঃ নং ৭৭০, মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড হাঃ নং ৯৮৮ ই.ফা.প্র. ২০০০, আবু দাউদ ২য় খন্ড হাঃ নং ৮৯৮ ই.ফা.প্র.।

[৮৫] বুখারী শরীফ ২য় খন্ড হাঃ নং ৫০৭ এবং ৭৮৪ ই.ফা.প্র. ২০০০।

পায়ের পাতা পাশাপাশি মিলিয়ে গোড়ালী উপর দিকে খাড়া থাকবে।[৮৬] পায়ের আঙ্গুলগুলি ভাজ হয়ে কিবলামুখী থাকবে।[৮৭] সিজদা হবে ৭টি অঙ্গ দ্বারা তা হ'ল কপাল, (নাক কপালের সাথে যুক্ত) দু'হাত, দু'হাটু ও দুই পা।[৮৮]

সিজদায় গিয়ে বলতে হবে- **"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।"** হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।[৮৯] যতক্ষন এই দুআ পড়তে পড়তে মনে তৃপ্তি ও প্রশান্তি না আসবে ততক্ষন পড়তে হবে তারপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা জমিন থেকে তুলে বসতে হবে এবং দুআ পাঠ করতে হবে। ডান হাত ডান উরু ও বাম হাত বাম উরুর উপর আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করে রাখতে হবে। ডান পায়ের গোড়ালী উচু করে আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করে মুড়ে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতে হবে।[৯০]

ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে কনিষ্ঠা অনামিকা আঙ্গুল দুটি মুঠ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দুটির মাথা গোলাকার করে এক জায়গায় করতঃ তর্জনী বা শাহাদাত আঙ্গুল ইশারা অবস্থায় রাখতে হবে।[৯১]

এই বসাকে জালসা বলে। এ সময় যে দুআ পড়তে হয় তাহ'লঃ- আল্লাহুম্মাগফিরলী অরহামনী অহদিনী অয়াফিনী অরযুকনী (অযবুরনী)। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে সুপথ দেখাও, আমাকে সুস্থ রাখ, আমাকে রুযী দাও (আমার ক্ষতি পূরণ করে দাও)।[৯২] অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে। এই দু'সিজদার মধ্যকার বৈঠকের যে অবকাশ কালীন দুআ সেটা ধীরে সুস্থে পড়তে হবে যেটা পড়া অবশ্য কর্তব্য। কোন ক্রমে তা ছেড়ে দিবার মওকা নেই। ছেড়ে দিলে রাসূলের মত সিজদা ও জালসা আদৌ হবে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, মহানবী (সাঃ) দু'সিজদার মাঝখানে এত দেরী করতেন যে আমরা ভাবতাম তিনি ২য় সিজদার কথা ভুলে গেছেন।[৯৩] উপরন্ত ঐ দুআটি এত গুরুত্বপূর্ণ আকাংখিত মনোবাঞ্চনাজ্ঞাপক যে ওটা ছেড়ে দিলে সালাতের সিজদার মাঝখানে কী জানালাম আবেদন, কী চাইলাম প্রার্থনা, কী

[৮৬] সহীহ ইবনে খুজাইমা ১ম খন্ড পৃঃ ২৭০।
[৮৭] বাইহাকী ১ম খন্ড পৃঃ ২৭০, বুখারী শরীফ অনুচ্ছেদ ৫২৩ ২য় খন্ড।
[৮৮] বুখারী শরীফ ২য় খন্ড হাঃ নং ৭৭২ এবং ৭৭৫ ই.ফা.প্র. ২০০০।
[৮৯] সূরা নাসর ঃ ৩, বুখারী শরীফ ২য় খন্ড হাঃ নং ৭৮০।
[৯০] আবু দাউদ।
[৯১] মসনদে আহমদ ৪র্থ খন্ড পৃঃ ২১০।
[৯২] তিরমিযী, আবু দাউদ।
[৯৩] মুসিলিম মিশকাত ৮২ পৃঃ।

unityofmuslimummah.wordpress.com

করলাম নিবেদন- যেন একেবারে শূন্য শূন্য হয়ে গেল। হায়রে মুসলিম যারা ওটা পড়েনা, দু'সিজদার মাঝে এতটুকু অপেক্ষা করেনা- কেবল উঠি পড়ি করে মোরগের ন্যায় ঠোকর মারে[৯৪] তাদের জন্য বড়ই আফসোস। সালাতের যেন মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিল। দ্বিতীয় সিজদাটিও অনুরূপভাবে আদায় করে আল্লাহু আকবার বলে মাথা তুলে বসবেন।[৯৫] তারপর ৩য় রাকাত বা ৪র্থ রাকাত ওয়ালা সালাত হলে জমিনের উপর ভর দিয়ে উঠবেন।[৯৬] এই বসাকে জালসায়ে এস্তে রাহাত বলে বা আরামের জন্য বৈঠক বলে।

সালাতের শেষ রাকাতে রাসূল (সাঃ) এর বসার নিয়ম হ'ল বাম পা ডান পায়ের নলার নিচ দিয়ে বের করে দিতেন এবং বাম পাছার ভরে জমিনে বসতেন[৯৭] আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন।[৯৮] ঠিক এই সময় আত্তাহিয়্যাতু, দরুদে ইবরাহীম, দুআ মাছুরা পড়ে প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতেন।[৯৯]

শাহাদাত বা তর্জনী উঠিয়ে ইশারা করাটা বৈঠকে বসা হতে সালাম ফিরানো পর্যন্ত। এটা যেন শয়তানের উপর লোহার বল্লমের চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক।[১০০] তর্জনীর ইশারাটা খাড়া রাখবে কিংবা একটু একটু নাড়াবে।[১০১] আর নজরটা আঙ্গুলের অগ্রভাগে স্থির রাখবে। সিজদার এ নিয়মের বিপরীত যা কিছু যারা করে থাকেন অভ্যাস বা দেশাচার বা অন্য কোন ভাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা প্রিয় হাবিব (সাঃ) তা করেন নি।

"মহানবী (সাঃ) বলেছেন, বান্দাহ আল্লাহর সব থেকে নিকটবর্তী তখনই হয় যখন সে সিজদাবনত থাকে। এজন্য সিজদায় বেশী বেশী দুআ পড়।"[১০২]

"প্রিয় নবী করীম (সাঃ) আরো বলেন, সিজদায় দুআ করার ব্যাপারে বেশী বেশী সাধ্য সাধনা কর। কারণ সিজদাতে দুআ কবুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশী।"[১০৩]

---

[৯৪] আততারগীব ওয়াত তারহীব ২য় খন্ড হাঃ নং ২৮৪।
[৯৫] বুখারী মুসলিম মিশকাত পৃঃ ৭৫।
[৯৬] সহীহ ইবনে খুজাইমা ১ম খন্ড ৩৪২ পৃঃ, বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ১১৪ পৃঃ মূল আরবী।
[৯৭] আবু দাউদ, দারেমী, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, মিশকাত পৃঃ ৭৬।
[৯৮] বুখারী মিশকাত পৃঃ ৭৫।
[৯৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত পৃঃ ৮৬-৮৭।
[১০০] মসনদে আহমদ মিশকাত পৃঃ ৮৫।
[১০১] ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড পৃঃ ১৭০ বরাতে আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা পৃঃ ১৪০ ১ম খন্ড ঢাকা ছাপা।
[১০২] মুসলিম শরীফ মিশকাত পৃঃ ৮৭।
[১০৩] মুসলিম শরীফ মিশকাত-পৃঃ ৮২।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আরো বলেন, সিজদার হুকুম পালন করার কারণে আদম সন্তান জান্নাত পায় আর তা অমান্য করার কারণে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যায়।"[১০৪]

"আল্লাহ রহমানুর রহীম সিজদার স্থানটি জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। গুনাহর কারণে যারা জাহান্নামী হবে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব আগুনে খেয়ে ফেলবে কেবলমাত্র সিজদার স্থান ব্যতীত।"[১০৫]

তাহলে উক্ত আলোচনায় এটা সহজে বুঝা গেল সিজদার গুরুত্ব আদম সন্তানের জন্য কত বড় অপরিহার্য। এটা খালেছ ভাবে সহীহ পদ্ধতিতে করলে জান্নাত লাভের কারণ আর না করলে অথবা ভ্রান্তভাবে করলে জাহান্নামে যাবার কারণ।

আমরা মুসলিমরা যে কোন নবীর উম্মাত মানুষের দৃষ্টিতে নয় স্বয়ং স্রষ্টার দৃষ্টিতে তার মর্যাদা কেমন ছিল, তা কি জীবন দিয়ে প্রাণের সকল আকুতি দিয়ে কখনও বুঝতে চেষ্টা করি? শুধু নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে সেই আঙ্গুল স্পর্শ করে অথবা 'ইয়া নবী সালাম' বলে দাড়িয়ে বসে অথবা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে কালেমা উচ্চারণ করে নবী ভক্তির যে মহড়া, যে প্রথা তা তো নবী সহচরগণ কখনও করেন নি। এমনকি ভাবেননি এমনটি হীন অন্যায় অবৈধ আচরণে নবী (সাঃ) কে দেখতে হবে। আফসোস নয়, এটাকে ধিক্কার জানিয়ে এ জঞ্জাল প্রথাকে বিলুপ্ত করতেই হবে।

আমাদের নবী কি শুধু আমাদের? তিনি বিশ্বের কুল মাখলুকের- রহমাতুলিল আলামীন[১০৬] করে প্রেরিত হয়েছেন কেন? তাও কি জানবার কৌতুহল হয় না? মুর্দা দিলে মুমিনের ঈমান আজ মরীচিকায় উদভ্রান্ত দিকভ্রষ্ট। সেই বিশ্ব নবীর (সাঃ) নাম এর অর্থটি কি তাও কয় জন জানেন। মুহাম্মদ[১০৭] আর আহমদ[১০৮] মুহাম্মদ মুস্তাফা[১০৯] আর আহমদ মুজতবা[১১০] এরই বা তাৎপর্য কী?

মুহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। আর আহমদ শব্দের অর্থ প্রশংসাকারী। পৃথিবীতে এত প্রশংসিত, ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, মহামানব আর দ্বিতীয়টি নাই-নাই-আদৌ নাই। আজ বিশ্বে যদি দেড়শ কোটি মুসলিম থাকে আর তারা দৈনিক পাঁচবার নয়, দুই ঈদে অন্ততঃ সবাই সালাতে সামিল হন। তাহলে ঐ দু'দিনে কতবার প্রিয় নবী

---

১০৪ মুসলিম শরীফ মিশকাত-পৃঃ ৮৪।
১০৫ বুখারী শরীফ পৃঃ ১১১।
১০৬ সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ১০৭।
১০৭ সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৪০, ফাতাহ ৪৮ ঃ ২৯, আলে ইমরান ৩ ঃ ১৪৪।
১০৮ সূরা সফ্ফ ৬১ ঃ ৬।
১০৯ নির্বাচিত, পছন্দনীয়, مصطفى আরবী অভিধান।
১১০ মনোনীতঃ مجتبى আরবী অভিধান।

মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রশংসায় সালাত সালাম পেশ করেন? আত্তাহিয়্যাতুর পর যে দরুদ পড়তে হয় তাতে ৪ বার মহানবী (সাঃ) এর নাম উচ্চারণ করতে হয় ১৫০ কোটি×৪×২=১২০০ কোটিবার দু'ঈদে। জুমুআতে যদি ১০০ কোটি মুসলিম সালাত আদায় করেন তাহলে কতবার ঐ প্রিয় নামটি উচ্চারিত হয়? ১০০×২০=২০০০ কোটি এর বেশী বার। দৈনিক পাঁচবার যারা সালাত আদায় করেন তাদের সংখ্যা যদি পঁচিশ কোটিও হয় তাহলে কতবার? ফরয ১৭ রাকাত, সুন্নাত ১২ রাকাত, বিতর ৩ রাকাত মোট ৪৮×২৫=১২০০ কোটি বার তাহলে মোট ৪৪০০ কোটি বার হ'ল। তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, ইশরাক, আওয়াবীন আর নফল সালাত তো আছেই। এ ছাড়াও হাজ্জের সময় মাকামে ইবরাহীমে লক্ষ লক্ষ মানব প্রতিদিন, মদীনায় রিয়াজুল জান্নাতে প্রতিদিন লক্ষাধিক মুসলিম ঐ প্রিয় নামটি উচ্চারণ করছেন শুধুমাত্র সালাতে। আর সালাত বাদ কতবার কত সময় কতজন মুহাব্বতের সাথে ঐ নামের সালাত সালাম পেশ করছেন তা তো অগণিত। এ ছাড়া অমুসলিমরাও তার নাম যে উচ্চারণ করেনা তা তো নয়। তাহলে দুনিয়ায় প্রতিদিন এত বিপুল সংখ্যক বনি আদম ঐ মানব শ্রেষ্ঠের নাম উচ্চারণ করছেন হৃদয়ের ভালবাসা আর শুভকামনায় তা কি বেনযীর নয়? দুনিয়ার কোন মানুষ কি এমনটি প্রশংসা পায়? অবশ্যই না। তাই তিনি সেরা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসিত মুহাম্মদ (সাঃ)। আর আহমদ এর অর্থ হ'ল সর্বাধিক প্রশংসাকারী। কেননা কিয়ামতের দিন মহাসংকটময় মুহূর্তে যখন ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী এই আর্তনিবেদনে সকল নবী রাসূলগণ পর্যন্ত বেকারার থাকবেন তখন স্ব স্ব নবী (আঃ) এর উম্মাতেরা দ্রুত বিচারের জন্য স্ব স্ব নবী (আঃ) এর নিকট গিয়ে আবেদন জানাতে বলবে আল্লাহর কাছে। অথচ কেউ সেদিন সাহস করতে সম্মত হবে না ঐ আবেদন নিবেদন জানাতে। সকলেই বলবে তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। পরিশেষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বিচার কার্য দ্রুত করার আবেদন জানালে রহমাতুলিল আলামীন, সাকীয়ে কাওসার, শাফিউল মুজনাবীন মহান প্রভুর আরশের পায়ার নিকট সিজদায় পড়ে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এত প্রশংসা করবেন যে- ওমন প্রশংসা কেউ কোন দিন করেননি। তাই তার নাম আহমদ বা সর্বসেরা প্রভুর প্রশংসাকারী। অতঃপর আরশাধিপতি বলবেন হে মুহাম্মদ! সিজদা থেকে মাথা উঠাও তোমার আরজি কবুল করা হবে।[১১১] এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত। তাহলে সিজদা পার্থিব জগতে সেরা মানব সম্রাট যেমন

---

[১১১] বুখারী শরীফঃ ১০ম খন্ড হা. নং ৬০০৬ ই. ফা. প্র. ১৯১৪।

করেছেন ঠিক কিয়ামতেও তিনি সেই সিজদায় পড়ে স্রষ্টার মহিমা পবিত্রতা ও প্রশংসা করবেন। এটাই তার ফিতরাত।

এই যে সিজদার গুরুত্ব আর সিজদার কারণে আদি পিতা আদম (আঃ) এর অর্থাৎ মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এমনকি ফিরিশতা মন্ডলীর উপর সেই সিজদা স্রষ্টার রহমাত বারাকাতে দুনিয়াতে যেমন তরক্কী তেমনি আখিরাতে মাগফিরাত নাজাত এবং জান্নাত।

সৃষ্টির সেরা মানব সন্তান অতি আশ্চর্য বস্তু আবিস্কার করবে। কিন্তু ঐ মেধা, উদ্ভাবনী প্রতিভা ও সৃজনশীল মনীষা কে দিল? দাতা তো মানুষ নয় স্বয়ং প্রভু সৃষ্টিকর্তা। মানুষ ইচ্ছা করলেই তা হয় না। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়?[১১২]

তাহলে প্রভু প্রদত্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষ ভূমন্ডল, নভোমন্ডল এমনকি সাগর মহাসাগর তলদেশে চলুক কুরআনে পাক সেটা তো নিষেধ করেনা। কিন্ত যেখানে অর্থ শ্রম সময় ও মেধা খাটিয়ে মানুষ ও প্রাণী জগতের কল্যাণ থেকে অকল্যাণ বেশী হবে, লাভ থেকে ক্ষতি বেশী হবে, সৃষ্টি থেকে ধ্বংস বেশী হবে, সুখ থেকে দুঃখ বেশী হবে, শান্তি থেকে অশান্তি বেশী হবে, স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধি থেকে দৈন্য ও দুর্দশা বেশী হবে, অগ্রগতি থেকে অধঃপতন হবে- সেটা চাই এ পৃথিবীতে হোক চাই পরকালে হোক সে মেধার চর্চা, প্রতিভার বিকাশ, আবিস্কার সৃষ্টি বা পরিবর্তন পরিবর্ধন ও প্রগতির কোনই মূল্য নেই। অতএব মালাইকার স্বভাব মানব ফিতরাত আল্লাহকে সিজদা করা আর ইবলিসের স্বভাব সিজদা না করা। কার স্বভাবটি মানুষের মধ্যে শতকরা কতজন লালন করছে- চারিদিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে খোলা চোখে দেখুন তো একবার। ফরমাবরদার, মুত্তাবে কতজন আর নাফরমান কতজন? রোবটের ন্যায় ইবলিসের হুকুম পালনকারীর সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। ইবলিসের চ্যালেঞ্জ কি জয়লাভ করবে এ সোনার বাংলার পিতলের মানুষগুলি দ্বারা? মুসলিমরা যদি (সিজদাকারী) মহান মাবুদের অনুগত হ'ত সর্বক্ষেত্রে তবে ইবলিসের রোবট অকার্যকর হয়ে মুখ থুবড়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হত। সৃষ্টিসেরা বনি আদম আত্মসমর্পিত মুসলিমরাই সর্বক্ষেত্রে সেরা এটাই প্রমাণিত হ'ত ইহকালে ও পরকালে। মুসলিম কেন ইবলিসের রোবট হবে?

---

[১১২] সূরা নাজম ৫৩ ঃ ২৪।

unityofmuslimummah.wordpress.com

লেখকের প্রকাশিত বই

১	মুসলিমের আকীদা ও আমল কোন পথে	
২	খেয়াল খুশি কেমনভাবে শরীয়তের মানদণ্ড হোল	
৩	আহলে হাদীস স্মরণিকা	
৪	ঈদে মিলাদুন্নবী	
৫	শবে বরাত কি ইসলামের বিধান	
৬	রমজানের সওগাত তারাবীহ আট রাকাত ফিতরা এক সা'আ ঈদের তাকবীর ইছনা আশারাহ	
৭	মহামতি চার ইমামের উক্তি ও সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি	
৮	আহলে হাদীস পরিচিতি	
৯	সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্যের মাপকাঠি নয়	
১০	কতই না মধুর মিলন এই হাজ্জ	২০/-
১১	আল কুরআনের আলোকে সালাত	১৫/-
১২	হিদায়াত কেন	২০/-
১৩	ধর্মের নামে একি উপদ্রব	১০/-
১৪	ইখতিলাফের হক	৫/-
১৫	ইসলাম পৃথিবীতে কখন এল	
১৬	মানুষের আদি পিতা আদম না বানর	
১৭	কিসের প্রচার জমজমাট	
১৮	বিদআত : তাবারুক	
১৯	চমক সৃষ্টি	
২০	জাহিলী কাজ ও তাওবা	
২১	ঈমান বনাম কুফর তাওহীদ বনাম শিরক	
২২	ব্যবসায়ে ইবাদত	
২৩	মুক্তির পথ	
২৪	কুরবানীর ইতিহাস ও আত্মত্যাগ	
২৫	ভেবে দেখবেন কি?	
২৬	স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস	১০০/-
২৭	উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস	৭৫/-
২৮	মিল্লাতে মুসলিমার ঐতিহাসিক খিদমত	১০/-
২৯	রমাযানুল মুবারকের অপূর্ব উপহার	৩/-
৩০	খুলনা-বাগেরহাট জিলা জমঈয়তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৩/-
৩১	আমি কে?	
৩২	ইসলামে স্বনির্ভরতা	
৩৩	সংস্কৃতির রূপান্তর না শির্ক বিদআতের নামান্তর	
৩৪	মুনাফিকের চিহ্ন মানব জীবনকে নিশ্চিহ্ন করে	
৩৫	ধর্মের নামে কল্পনার দোহাই ও খণ্ডদেশের তাবেদারী	
৩৬	শীয়া কারা?	
৩৭	কাদিয়ানী কারা?	
৩৮	আল কুরআনের অপব্যাখ্যা ও হাদীসের জালিয়াতী	
৩৯	হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত?	
৪০	প্রশিক্ষণ কেন?	
৪১	ফিতনা ও মুসলিম	
৪২	সত্য চির অম্লান	৬০/-
৪৩	বিভ্রান্তির অবসান হোক	৬০/-
৪৪	আপন গৃহে অপরিচিত	৭৫/-
৪৫	ইতিহাসের পাতা থেকে	২০/-
৪৬	সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতা	৪০/-
৪৭	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর একি আজব ফাতওয়া	৮/-
৪৮	হিরন্ময় জীবন তথ্য	৬/-
৪৯	সুবহে সাদিকের আর কত দেরী	৫০/-
৫০	আপনি কি জানতে চান প্রকৃত ওলী আওলীয়া কে?	৩০/-
৫১	হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য ও মৌলিক কিতাবের আলোকে হানাফী ভাইয়েরা মানেন কি?	২০/-
৫২	মহানবী (সাঃ) এর আদর্শের তারাবীহ সালাত পালনে প্রতিবন্ধকতা কেন?	৮/-
৫৩	সঠিক ইতিহাস সত্য কথাই বলে	১৫/-
৫৪	সুদ ও ঘুষের পরিণতি টের পাওয়া যাচ্ছে কি? পরকালের ব্যাপারে এখনও যে বাকী!	৬/-
৫৫	ইকরা : ইরশাদ : ইত্তিবা	৭০/-
৫৬	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	১৫০/-
৫৭	আহলে হাদীসদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	
৫৮	কিছুক্ষণ : অথচ	
৫৯	বনি আদম কি ইবলিসের রোবট? না আল্লাহর সিজদাকারী বান্দা?	২০/-

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান